হুমায়ুন আজাদের কবর সমস্যা

আহসান মোহাম্মদ

হুমায়ুন আজাদ চিরকালই চমক সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। তার মৃত্যুর পর তার কবর নিয়ে তার পরিবারের সদস্যরা তার এ কাজটি আনজাম দিতে চেষ্টা করছেন বলে মনে হচ্ছে।

তিনি তাঁর জীবদ্দশায় বলে গিয়েছিলেন, তার মৃতদেহ মেডিকেল কলেজে দিতে। উদ্দেশ্য মহৎ, সন্দেহ নেই। তবে এখানেও বিতর্ক। লাশ কোন মেডিকেলে দেয়া হবে? প্রথমে তার পরিবারের পক্ষ থেকে জানা গেল, ঢাকা মেডিকেলে। পরে তারা বললেন, না, বাংলাদেশ মেডিকেলে। ঢাকা মেডিকেলে কি সমস্যা বোঝা হেল না।

তবে একথাও পাল্টাতে তাদের সময় লাগেনি। তার স্ত্রী দাবী করে বসলেন যে, তাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের পাশে তাকে কবর দিতে হবে।

এটি কি তার পরিবারের সদস্যেদের মনের গভীরের ধর্মভয়? সারাজীবন তিনি যা করে গেছেন, তাতে তারা অনুতপ্ত হয়ে তার জন্য কি পরলৌকিক মুক্তির পথ খুজছেন? মসজিদের পাশে কবর বলে, আল্লাহ তার অপকর্মের শাস্তি কিছুটা কমাবেন, তার স্ত্রী কি এমন কিছু ভাবছেন? নাকি এটি তার স্ত্রীর অন্তিম প্রতিষোধ? বহু রমণীতে আসক্ত ও উন্মুক্ত যৌনতার প্রকাশ্য প্রবক্তা হুমায়ুন আজাদের স্ত্রী যে, স্বামী দেবতাটিকে নিয়ে বড়ই কষ্টে ছিলেন, তা বোঝাই যায়। তিনি কি মসজিদের পাশে তাকে সমাহিত করে স্বামীকে শেষ শাস্তিটি দিতে চাচ্ছেন? প্রতিদিন পাঁচবার তার সবথেকে অপ্রিয় জিনিসটি শুনাতে চাওয়ার আর কি কারন থাকতে পারে?

তবে পরিবারের সদস্যদের মাথা থেকে এই চমকপ্রদ আইডিয়াটি এসেছে বলে মনে হয় না। মসজিদকে ট্যাকেল দিতেই কি দেশের সবথেকে নিন্দিত নাস্তিককে মসজিদের পাশে কবর দেয়ার দাবী তোলা হচ্ছে? নিঃসন্দেহে তার কবরকে কেন্দ্র করে প্রতিদিন হতে থাকবে ইসলামের বিরুদ্ধে নিবেদিত সভা-সমাবেশ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মসজিদের ইতিহাস খুব একটা সুখকর নয়। কাঁটাবন মসজিদ শুরু হয় টিনের চাল আর চাটাই-এর বেড়া দিয়ে। মাহফুজ আনামরা তখন ছাত্র ছিলেন। সে সময়ের তরুন নাস্তিকেরা এক রাতে মসজিদটি তুলে নিয়ে ফেলে দিয়ে আসে অনেক দূরের খালে। কে জানে হয়তো হুমায়ুন আজাদের আত্মা কষ্ট পাচ্ছে এই যুক্তিতে একদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ বন্ধ করে দিতে বলা হবে। কিছুই বলা যায় না। এদেশে নাস্তিকরা মনে করেন যে, তারা সবার মাথা কিনে নিয়েছেন। তারা যা বলবেন, তাই করতে হবে, কেননা, তারা নাস্তিক। তারা দেশের স্বাধীনতা এনেছেন, তারাই দেশের একমাত্র মানুষ যারা শিক্ষিত, সুতরাং তাদের কথা মানতেই হবে। তা না হলে পত্রিকা আর টিভি চ্যানেলগুলো মিলে সরকারের চৌদ্দ গুষ্টি উদ্ধার করে ছাড়বে।

শেষ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কতৃপক্ষ অবশ্য দাবীটি নাকচ করে দেবার দূর্লভ সাহস দেখিয়েছেন। কিন্তু তাতে সমস্যার কোন সমাধান হয়নি। কদিনের মধ্যেই তার মৃতদেহ চলে আসবে। তার সমাধির স্থানটি অতি দ্রুত ঠিক করে রাখা প্রয়োজন।

একটি সমাধান হতে পারে যে, তাকে ঢাকার কোন জমজমাট মাজারের এলাকায় সমাধিত করা। তাতে তার পরিবারের সদস্যরা মাজারের ইনকামের একটি অংশ রয়ালটি হিসাবে দাবী করতে পারবেন। মিডিয়ার সাহায্য পেলে সেটি নাস্তিক বাবার মাজারে পরিনত হতে বেশী দিন লাগবে না। তার উত্তরাধিকারেরা নাস্তিক পীর হতে পারবেন এবং হয়তো বা ফতোয়াও দেয়া শুরু করবেন। পীর সাহেবদের নজরানা হিসাবে তাদের ইনকামের একটা স্থায়ী ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

তবে যদি এই প্রয়াত অধ্যাপকের মন-মানসিকতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে হয়, তাহলে তার সমাধির জন্য জার্মানীর একটা ন্যুড বীচ বেছে নেয়া উচিৎ। তিনি নাকি বলে গিয়েছিলেন যে, জার্মানীতে গিয়ে অন্ততঃ একবছর তিনি মৌলবাদ থেকে দূরে থাকবেন। কি দরকার তাকে আবার মৌলবাদের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে এসে তার বিদেহী আত্মাকে কষ্ট দেয়া? তিনি সারাজীবন সংগাম করেছেন উন্মুক্ত যৌনতার জন্য। তার জীবনের সবথেকে বড় দুঃখ ছিল, ওড়না ও বোরখার ক্রমবর্ধমান প্রসার। তিনি দুঃখ করতেন যে, তার চোখের সামনে দিয়ে কতো ছাত্রী যৌবনবতী হয়ে গেল, অথচ, তিনি একটু ভাজগুলোও দেখতে পেলেন না। নজরুল যেমন কবরে শুয়ে আজান শুনতে চেয়েছিলেন, তেমনি তিনি খুশী হবেন যদি কবরে শুয়ে মিথুনরত নর-নারীর শীৎকার শুনতে পান, যদি তার চারপাশে নগ্ন নারী পুরুষেরা বিভিন্ন স্টাইলে কামকেলিতে মগ্ন থাকতে পারে।

হুমায়ুন আজাদের অসংখ্য ভক্ত সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে। তারা কি পারেন না, চাঁদা তুলে এরকম একটি নগ্ন সৈকতে কিছুটা যায়গা কিনে এই মহান নাস্তিকের অতৃপ্ত বাসনাটি পূর্ণ করতে?